দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 24 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

49

মাদ্রাসার জমি আছে। আছে তিনতলা ভবন। ছাত্রী আছে, ফান্ডও আছে। কমিটি আছে এবং মন্ত্রণালয়ের সকল শর্তও পূরণ করা হয়েছে। তথাপি পিরোজপুরের মঠবাড়ীয়ার সাপলেজা লায়লা মালেকিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সরকারী স্বীকৃতি ও সরকারী অনুদান কেন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এটাই এখন এলাকাবাসীর জিজ্ঞাসা?

সকল শর্ত পূরণ সত্ত্বেও মাদ্রাসাটির স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও অনুদান বন্ধ করা হল কেন?

মোঃ আবদুর রহিম ॥ মাদ্রাসার ৩ তলা ভবন আছে, ছাত্র-ছাত্রী আছে, ফান্ড আছে, স্বীকৃতিসহ সকল শর্ত পূরণ করা আছে, এরপরও সাপলেজা লায়লা মালেকিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার অনুদান ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে।

মূলত মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সুদূপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবেই এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পিরোজপুরের মঠবাড়ীয়ার সাপলেজা লায়লা মালেকিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসাকে ভিন্ন নামে চিহ্নিত করে শিক্ষামন্ত্রণালয়কর্তৃক মাদ্রাসার অনুদান ও মঞ্জুরি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা অনুদান বন্ধের ব্যাপারে পরিদর্শন রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে "সাপলেজা খবিরিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, ছাত্র-ছাত্রী, সংরক্ষিত তহবিল নেই এবং স্বীকৃতি ও কমিটি নেই। এমতাবস্থায় অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসা হিসেবে গণ্য করে এ মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদান ও অনুদান বন্ধের সুপারিশ করা হলো।"

অথচ এ মাদ্রাসাটির নাম সাপলেজা লায়লা মালেকিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দাখিল মাদ্রাসা, গত ৩-৫-৯৯ তারিখে মাদ্রাসা বোর্ডের পরিদর্শন টীমের রিপোর্টে বলা হয়েছে মাদ্রাসার ছাত্রী ৩৫০ জন।পাকা ৩ তলা ভবনের আয়তন ৪০০০ বর্গফুট।

(৯-এর পাতায় দেখুন)

সকল শর্ত পূরণ সত্ত্বেও মাদ্রাসাটির স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও অনুদান বন্ধ করা হল কেন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টিনশেড ঘরের আয়তন ১ হাজার ২১৫ বর্গফুট। মাদ্রাসার জমির পরিমাণ ২ একর, বেঞ্চের সংখ্যা ৮০ জোড়া। সঞ্চয়পত্রসহ স্থায়ী আমানত ৫০ হাজার টাকা, ঢাকা ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র নং-৩৮৭০৫৪ ও ৩৮৭০৫৩, তাং ৭-০৬-১৯৯৬, রেজিঃ নং-১৪/৯৬, সাধারণ তহবিল ৩০ হাজার টাকা, কৃষি ব্যাংক সার্টিফিকেট হিসাব নং-২৫৫৩, তাং-৬-৬-৯৬ মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক মাদ্রাসার কমিটির অনুমতিপত্রের স্মারক নং-৪২০২। পিরোজ-১২৩। উক্ত পরিদর্শন টিমের সদস্য ছিলেন মোহাম্মদ হায়দার আলী, অসীম কুমার সমদ্দার ও শেখ মোহাম্মদ কাবেদুল ইসলাম। উল্লেখিত তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত উক্ত মাদ্রাসা নীতিমালা লংঘন করেনি বরং সকল শর্ত পূরণ করেছে। তা হলে প্রশ্ন, এ মাদ্রাসাটি বন্ধ করতে এত কূটকৌশল অবলম্বন করা হল কেন?

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, আসলে এটা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তেরই অংশ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে বর্তমান সরকার ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। ভারত জানে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণই এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালেও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম-ওলামাগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। দেশ ও ইসলাম রক্ষায় এখনও তাঁরাই জেহাদে শামিল হয়ে রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত। আর এ কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। অশুভ শক্তির ইঙ্গিতে এবং সরকারী প্রশ্রয়ে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এ কাজে মদদ যোগাচ্ছে এদেশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী দালালরা। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে এ সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত প্রতিহত করতে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং এদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঐক্যবদ্ধ।

এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, শত চেষ্টা করেও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা যাবে না। সরকার ও সরকারী প্রশাসন মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি কমিশন গঠন করে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমন্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এও বলেন, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যাতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাক্রমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

আল-বারাকা ব্যাংকের চেয়ারম্যান মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষা না থাকলে এদেশে ইসলাম থাকবে না। তাই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের প্রশ্নই আসে না বরং জাতীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষা অপরিহার্য। এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত প্রতিহত করতে ইতোমধ্যেই মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ১ আগস্ট সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও শেষে পল্টন ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা। ২৫ জুলাই সিলেটে ছাত্র গণজমায়েত।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন নিম্নে বর্ণিত দাবীতে আন্দোলনের এই কর্মসূচী দিয়েছে। দাবীসমূহ হচ্ছে বন্ধ করা এমপিও এবং স্বীকৃতি পুনর্বহাল, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর চালুকরণ, শিক্ষাবৃত্তি এবং চাকরির সকল স্তরে ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তরের মান প্রদান, এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেয়া, ঢাকায় এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সমতার ভিত্তিতে মাদ্রাসাকে উন্নয়নের আওতায় আনা এবং প্রতি বিভাগে একটি করে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।